ইবির ফার্মেসি বিভাগে ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা

ইবি প্রতিনিধি

১৮ আগস্ট ২০২৩ ০৬:৫৭ পিএম | আপডেট: ১৮ আগস্ট ২০২৩ ০৬:৫৭ পিএম

30
Shares

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

advertisement..

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ফার্মেসি বিভাগে ভর্তিতে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ফার্মেসি কাউন্সিল অব বাংলাদেশ। গত জুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করে সম্প্রতি তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। শর্ত সাপেক্ষে আগামী ৩১ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হলে আগামী ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ব্যাচেলর অব ফার্মেসি (বি.ফার্ম) কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রাখতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

জানা যায়, ফার্মেসি কাউন্সিল অব বাংলাদেশের নির্ধারিত শর্ত না মানায় ফার্মেসি বিভাগের অনার্স কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তিতে সাময়িক এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ফার্মেসি শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়কে সময় বেঁধে দিয়ে চূড়ান্ত নোটিশ দিয়েছে কাউন্সিল। মানোন্নয়নে ব্যাপারে বেশ কিছু সুপারিশ ও নির্দেশনা দিয়েছে এই সংস্থাটি। এর মাঝে অন্যতম সুপারিশ হলো শিক্ষক সংকট ও ল্যাব ইন্সট্রাক্টর নিয়োগ দিতে হবে। শর্ত অনুযায়ী ১০ জন শিক্ষক ও ৮ জন ল্যাব ইন্সট্রাক্টর থাকতে হবে।

advertisement

ফার্মেসি কাউন্সিল জানিয়েছে, আগামী ৩১ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হলে আগামী ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি.ফার্ম কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রাখতে হবে। তবে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে।

ইবির ফার্মেসি বিভাগ সূত্র জানায়, ২০১৭ সালে চালু হয়ে ওই শিক্ষাবর্ষেই ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বিভাগটিতে চারটি ব্যাচে ২৫০ শিক্ষার্থী রয়েছেন। বিভাগটির অন্যতম সমস্যা হলো শিক্ষক সংকট। বিভাগে চারজন শিক্ষক থাকলেও বর্তমানে রয়েছেন দুজন। দুজন শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে আছেন। ক্লাস পরীক্ষা স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন বিভাগ থেকে শিক্ষক ধার করে পাঠদান অব্যাহত রেখেছে বিভাগটি।

এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থীরা নানামুখী সংকটের কারনে বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে আন্দোলন করেন। আন্দোলনের ১ বছরেও বিভাগটিতে কাটেনি শিক্ষক সংকট।

এ বিষয়ে ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থী মানিক হোসেন বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন সংকটের কারণেই গত বছরের সেপ্টেম্বরে আন্দোলন করেছিলাম। কিন্তু প্রশাসন সংকট সমাধান করেনি। এটা সম্পূর্ণ প্রশাসনের ব্যর্থতা। প্রশাসন বিভাগ খোলার জন্য যতটা আগ্রহী, ততটা আগ্রহী যদি সংকট সমাধানের জন্য হতো, তাহলে আজকে নিষেধাজ্ঞার হুমকি শুনতে হতো না। আমরা আশা করি প্রশাসন এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হবে।’

জানতে চাইলে ফার্মেসি বিভাগের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক অর্ঘ্য প্রসূন সরকার বলেন, ‘আসলে অন্য বিভাগের তুলনায় ফার্মেসি বিভাগ খোলার জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে শুধু বিভাগ খুললেই হয় না। এখানে ১৭ সালে বিভাগ খোলা হয়েছে। সাত বছরেও বিভাগটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। আমাদের প্রধান সমস্যা শিক্ষক সংকট। প্রশাসন চাইলে বিভাগটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারত। আমি নিষেধাজ্ঞার কথা প্রশাসনকে জানিয়েছি।’

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন,‘ আসলে বিভাগের কোথায় কী লাগবে এটা আসলে এটা ডিন ও চেয়ারম্যানের আমাকে কাগজপত্রসহ অবগত করা দরকার। তাহলে আমি ব্যবস্থা নিতে পারি। কিছু সংকট থাকবে। আগামী মাসে শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড হবে। সময় দিতে হবে, আস্তে আস্তে সব হবে।’